আদাবুল আযান

(৩য় খণ্ড)

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

প্রণীত ঃ—

মাওলানা আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল-কাদেরী

গ্রাম—সতরশ্রী, ডাকঘর—রেজভীয়া এতিমখানা,

জেলা—নেত্রকোণা।

প্রকাশকাল ঃ
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং
২০শে ভাদ্র ১৪০১ বাং
২৭শে রবিউল আউয়াল ১৪১৫ হিজরী

প্রকাশক ঃ
আলহাজ্ব ছদরুল আমিন রেজভী সুন্নী আল-কাদেরী
রেজভীয়া দরবার, সতরশ্রী
ডাকঘর—রেজভীয়া এতিমখানা,
জিলা—নেত্রকোণা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মোঃ সিরাজুল আমিন রেজভী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী,
ডাকঘর—রেজভীয়া এতিমখানা.
থানা ও জেলা—নেত্রকোণা।

মুদ্রণে ঃ "আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস"
মোক্তারপাড়া (ব্রীজ সংলগ্ন),
নেত্রকোণা।

হাদিয়া ঃ—১০·০০ টাকা মাত্র।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

ভূমিকা

ইসলামে "আযান" একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। আযান নিয়া বর্ত্তমান ফেত্না ফাছাদের যমানায় বহু মতবেদ দেখা দিয়াছে। তাই কোরআন-হাদিছের আলোকে এ সমস্যার সমাধান কল্পে আদাবুল আযান (৩য় খণ্ডটির) আত্ম প্রকাশ। তা'ছাড়া চট্টগ্রাম হাটহাজারীর কাল ধর্ম ও নোমান বিন ওসমান এবং গোলাম হাক্কানীর খোতবার আযানের হাকিকত নামক পুস্তিকার প্রতি উত্তর ও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সময়ের স্বল্পতার দরুন এ সংস্করণে অনিচ্ছা সত্বেও কিছু ছাপা সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।

আশা করি পাঠক সমাজ তাহা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন। পরিশেষে সকলের প্রতি আন্তরিক দোয়া কামনা করিয়া এখানেই শেষ করিলাম। ইতি—

মাওঃ রেজভী সুন্নী আল-কাদেরী

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াল আকিবাতু লিল্ মুত্তাকীন্। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা মান্ কানা নাবীয়্যাও ওয়া আদামু বাইনাল্ মায়ে ওয়াত্-তীন। ফাআউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম। বিছ্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমামু ইজানুদিয়া লিছ্ছালাতে মিইইয়াওমিল্ জুমুআতে ফাছ্আউ ইলা জিকরিল্লাহি ওয়া জারুল্ বাই্ইয়া। (২৮ পারা. ছুরায়ে জুমুয়া, ২ রুকু, ৯ আয়াত)।

অর্থ ঃ— হে মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাজের জন্য অযান দেওয়া হইবে। তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে তৎপর হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবে; ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

এ আয়াতে কারীমা নাজিল হওয়ার পর হইতেই জুমুয়ার নামাজ ফরজ হইয়াছে। জুমুয়ার নামাজ কিরূপে পড়িতে হইবে। উম্মতদিগকে সেই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জুমুয়ার দিন অর্থাৎ শুক্রবার দিন মসজিদের মিম্বারে বসিলে হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতেন মসজিদের দরজায় উচ্চ আওয়াজে। যতদিন হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দুনিয়ায় হীন হায়াতে ছিলেন জুমুয়ার নামাজের আযান এইরূপেই হইত। পক্ষান্তরে, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার হায়াতে জিন্দেগীতে কোন দিন মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে ছোট আওয়াজে আযান হইয়াছে কিয়ামত পর্য্যন্ত

কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(২) ছেহাহ্ ছিত্তার অন্যতম হাদিছ গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফ ১৫৫ পৃষ্ঠায় হজরত ছায়েব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদিছ—হজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম শুক্রবার দিন যখন মিম্বারের উপর বসিতেন তখন আযান হইত মসজিদের দরজায় ; এবং হজরত আবুবকর ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যমানায়। এরই মধ্যে কোন দিন মসজিদের ভিতরে আজান হয় নাই।

(৩) তাফছীরে মাওয়াহিবুর রহমান ৫ম খণ্ড ৪০৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—হজরত উসমান ও হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যমানায় মসজিদের দরজায় আযান হইত উচ্চ আওয়াজে। কিন্তু হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে 'জাওরা' নামক বাজারে একটি আযান বৃদ্ধি করিলেন। এই আযান ছিল পাঁচ ওয়াক্তেরই অন্যতম একটি ওয়াক্তিয়া আযান মাত্র। ইহা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজ্‌তেহাদ। কিন্তু হুজুর ছরকারে কায়েনাত আলাইহিছ-ছালাতু ওয়াচ্ছালামের যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন হজরত আবুবকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে এই ওয়াক্তিয়া আযান ছিল না। কেবল জুমুয়ার নামাজের একটি আযান ও একটি একামত ছিল। আযান ছিল মসজিদের দরজায় এবং একামত মসজিদের ভিতরে।

(৪) মাজমুয়ায়ে ফাতওয়ায় আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব লিখিয়াছেন—কুখ্যাত এজিদের সময় এজিদ-পন্থী হিশাম বিন আবদুল মালিক মসজিদের দরজার আযান ভিতরে নিয়াছে এবং বড় আওয়াজকে ছোট করিয়াছে।

(৫) হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—হে আমার উম্মত! আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। সুতরাং মসজিদের দরজায় জুমুয়ার নামাজের আযান দেওয়া ওয়াজিব। এই ওয়াজিব পর্য্যায়ের সুন্নাতকে বর্জন করিয়া মসজিদের ভিতরে নিম্ন আওয়াজে মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে আযান দেওয়া মাক্‌রুহে তাহ্‌রিমা—হারামের নিকটবর্ত্তী কবিরা গোনাহ্‌। ইহার যথেষ্ট দলিলাদি পরে উল্লেখ করা হইবে। মুমিন-মুসলমান ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে জানিয়া রাখুন, আখেরী যমানায় দাজ্জালের চেলাদের ঈমান-নাশক জঘন্য অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ— আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন অমান্যকারী ফেরাউনের ন্যায় খোদায়ী দাবীকারী গিরিশচন্দ্রের চাইতে নিকৃষ্ট নামদারী মৌলুভী নোমান ও মৌলুভী গোলাম হাক্কানী উভয়ের ক্ষুদ্র পুস্তিকার নাম রেখেছে "খোতবার আযানের হাকিকত"। ক্ষুদ্র পুস্তিকার নামের মধ্যেই দুই প্রতারকের গলত্ব ফাহ্‌মীর নমুনা ধরা পড়ে। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র পুস্তিকার নামের মধ্যেই তাদের বিদ্যার দৌড়, প্রতারণা এবং কোরআন অমান্য করা ধরা পড়িয়াছে। খোতবার আযান বলিতে কোরআন হাদিছে কোন আযানের উল্লেখ নাই। বরং ইহা সু-স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিসের বিরুধিতা—আল্লাহ-রাসুলের দুষমনী, ঈমান-নাশক কুফুরী। খোতবার যদি আযান থাকিত তবে দুই ঈদের নামাজের পর খোতবা পাঠের পূর্বে আযান দেওয়ার নিয়ম থাকিত। শুক্রবার দিবসকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন বলিয়া কথিত হয়। এ উভয় বিষয় দীনে মোহাম্মাদী শরীয়ত—হুজুর নূরে খোদা

আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের শিক্ষা। এক্ষণে শুনন, আল্লাহ্‌র বাণী ২৮ পারা ছুরায়ে জুমুয়া, ২ রুকু, ৯নং আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন—হে আমার বান্দা! যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছ, শুন, জুমুয়ার দিন যখন নামাজের জন্য আযান দেওয়া হইবে তখনই তোমরা আল্লাহ্‌র জিকিরের জন্য তৎপর হও। বন্ধুগণ! কোরআনে কারীমের আয়াতের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। আল্লাহ্‌ পাক আযানকে নামাজের জন্য বলিয়াছেন খোতবার জন্য নহে। কোরআনের একটি হরফকে মিথ্যা বা ভুল জানিলে বেঈমান ও কাফের হইবে কি না ঈমানদার মুসলমানগণ বিচার করিয়া বলুন। যদি কোন লেখক এইরূপ লিখিয়া থাকে তবে সেও কাফের—কোনও সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তির পুস্তকের নামের মধ্যেই রহিয়াছে এত বড় মারাত্মক ঈমান-নাশক ভুল ও গোমরাহী তার পুস্তকের ভিতরে যে কি পরিমাণ ভুল ও গোমরাহী রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উক্ত পুস্তকের বক্তব্য বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাক্য বা কথার সাথে ব্যাখ্যার মিল নাই। বাক্য এক প্রকার এবং উহার ব্যাখ্যা অন্য প্রকার। কোথায়ও আবার ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামের দোহাই দিয়াছে। অথচ ইমামে আজম তদীয় কিতাব ফেক্‌হে আকবরে লিখিয়াছেন, "ছহীহ্‌ হাদিছই আমার মাজহাব" অর্থাৎ, "আমি যদি ছহীহ্‌ হাদিছে ভুল করিয়া থাকি তবে তোমরা মানিও না।" সার কথা ইমামে আজমের মতামত ছহীহ্‌ হাদিছের অনুকূলে। বস্তুতঃ ইমামগণ কেহই কোরআন-হাদিছের পরিপন্থী নহেন। যদি কেহ কোরআন

হাদিছের পরিপন্থী হন, তবে তাহাকে মানা যাইবে না। মাজহাব মাত্র ১টি—মাজহাব আহ্‌লুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জামায়াত। নোমান বিন উছমান তার ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছে—'পবিত্র ইসলামের মূলমন্ত্র একতা।' ইহাও ঈমান-নাশক কুফুরী কোন সন্দেহ নাই। কোরআন হাদিছে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, ইসলাম ধর্মের মূল ঈমান-আকীদা। কোরআন-হাদিছে উজজ্বল প্রমাণ রহিয়াছে যে, মুসলমান ৭৩ (তিয়াত্তর) দলে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক দল ঈমানদার সুন্নী মুসলমান বেহেশ্‌তী আর ৭২ (বাহাত্তর) দল বেঈমান মুনাফিক মুসলমান। তাহারা দোজখী। আমার লিখিত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়' নামক কিতাবখানা পাঠ করিয়া দেখুন। মুসলমানের ৭২টি জাহান্নামী দলের মধ্যে বেঈমান আলেমের সংখ্যা বেশী। এক দল ঈমানদার সুন্নী মুসলমানের মধ্যে ঈমানদার আলেমের সংখ্যা লঘু। অতএব, চিন্তা করিয়া বেঈমান আলেমের ধোকা হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। মুখে কলমা পড়িলে, নামাজ-রোজা করিলে এবং টুপী-দাঁড়ি-জুব্বা পরিলেই ইমানদার হয় না।

২৮ পারা,সুরায়ে মুনাফিকুন ১নং আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক বলেন—হে আমার প্রিয় রাসুল! আপনার কাছে যখন মুনাফিকরা আসিয়া হাজির হয় তখন তারা বলে—'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসুল।' অথচ আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে, আপনি তাঁহার রাসুল। কিন্তু আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। নোমান বিন উছমান তার বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে যে,

'আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বারের নিকটে ইমামের সম্মুখে দিয়া আসিতেছেন। ইহাই হুজুর (সঃ) এবং হযরত আবু-বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় দরজায় দেওয়া হইত।' আরও লিখিয়াছে যে, "যাহারা ইহার খেলাফ করে তাহারা নামে মুসলমান কর্মে ইবলিস শয়তান।" এই কথার দ্বারা সে নিজেই ইবলিস শয়তান হইয়াছে। তাকে যারা মুসলমান জানিবে তারাও কাফের হইবে। হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াও ডবল কাফের হইয়াছে। পুনরায়, ঐ ব্যক্তি হুজুর লিখিয়া (সঃ) লিখিয়াছে, হযরত আবুবকর লিখিয়াছে (রাঃ) এবং হযরত উমর লিখিয়া (রাঃ) লিখিয়াছে। হুজুরে পাকের শানে দরুদ শরীফ না লিখিয়া সংক্ষেপ করিয়া এবং রাদিয়া-ল্লাহু আনহু না লিখিয়া সংক্ষেপ করিয়া কুফুরীর উপর কুফুরী করিয়াছে। নবীগণ, ছাহাবীগণ ও ওলিগণের নামের সহিত শান ও আজমতকে (স্বীকারোক্তিকে) সংক্ষেপ করা হারাম ও কুফুরী।

(৭) 'তাতারখানিয়া নামক কিতাবে আছে—যে ব্যক্তি আহাইছিমুছ্ছালামের জায়গায় সংক্ষেপ করিবে সে কাফের হইবে। কেননা, ইহাতে নবীগণ, ছাহাবী ও ওলিগণের শানকে ক্ষুন্ন করা হয় এবং ইহা কুফুরী। 'আল-কালামু আহাদুল্ লেছানাইন'—অর্থাৎ, কলমটিও দুই মুখের এক মুখ। সুতারং কলম দ্বারা সংক্ষেপ করা কুফুরী। তার বইয়ের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির সীমাই নাই। মৌলভী গোলাম হাক্কানীর বইয়ে নাম রাখিয়াছে 'শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমআর

দ্বিতীয় আযান'—ইহা সম্পূর্ণ ভুল। জুমআর দ্বিতীয় আযান নাই। কোরআন ও হাদিছের কোথাও জুমআর দ্বিতীয় আযান নাই। শরীয়ত ও কোরআন হাদিছের বিপরীত কথা। কোরআন খুলিয়া দেখুন যে, আয়াতের দ্বারা জুমআর আযান প্রমাণ হইয়াছে। নুদিয়া শব্দটি এক বচন, দ্বি-বচন নহে। জুমআর আযান মাত্র একটি, দুইটি নয়। হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আবিষ্কৃত আযান ওয়াক্তিয়া নামাজের আযান। জুমআর নামাজ ৫ (পাঁচ) ওয়াক্তের এক ওয়াক্ত যেহেতু, উহা জুমআর ওয়াক্তে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আযান জুমআর জন্য খাছ নহে। হাদিছ শরীফ অনুযায়ী আযান ৩টি ঃ— সর্ব প্রথম ইসলামের প্রারম্ভে ১টি আযানই ছিল যাহাকে একামত বলা হয়। এই একামত ব্যতীত অন্য কোন আযানই মসজিদের ভিতরে ছিল না। একামত মসজিদের ভিতরে মিম্বারের নিকটেই হইত এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে। বহু দিন পর জুমুআর নামাজের জন্য আয়াত নাযিল হইলে হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছ্ছাল্লাম জুমুআর নামাজের আযানের প্রবর্তন করিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইল—তখন আযান কোথায় দেওয়া হইত? কোন্ স্থানে দেওয়া হইত? সেই স্থানটি পরিবর্তন করার অধিকার আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কার আছে? সেই স্থানটি কি হাদিস শরীফে উল্লিখিত বা নির্ধারিত নাই? তৃতীয় আযান যাহা হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবর্তন বা বৃদ্ধি করিয়াছেন. উহারও স্থান হাদিছ শরীফে নির্ধারিত নাই কি? ইসলাম কি অসম্পূর্ণ ধর্ম? নিম মোল্লাদের ধারণা কি? প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের

যাবতীয় ফায়সালা কোরআন ও হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত আছে। সেই নির্ধারিত স্থানটি নির্দেশ করিলে কিছু সংখ্যক অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী কাটমোল্লা কাল গ্রাস-লাল গ্রাস ইত্যাদি ইত্যাদি আবোল-তাবোল প্রলাপোক্তি করতঃ কোরআন হাদিস অমান্য করিয়া সরল প্রাণ নীরিহ মুসলমানদিগকে ধোকা দিতেছে। হে আল্লাহ! খারেজী-নজদী-ওয়াহাবী ও তাদের চাটুকার ধোকাবাজদের কালগ্রাস ও ধোকাজাল হইতে সরল-প্রাণ নীরিহ মুসলমানদিগের ঈমানকে রক্ষা করুন।

প্রিয় মুমিন-মুসলমান ভ্রাতৃগণ! জানিয়া রাখুন, খারেজী-নজদী-ওয়াহাবী বেঈমান ও জাহান্নামী দলের নেতারা ইহুদী নাছারা ও মাজুছীদের ন্যায় কোরআন-হাদিস রদ বদল করিয়া আসিতেছে—বহু বহু রদ বদল করিয়াছে; তার প্রমাণ পরবর্তী আলোচনায় আসিবে। এখন আসুন, প্রসিদ্ধ ৬ (ছয়) খানা বিশুদ্ধ হাদিছ গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফের ঐ হাদিছ যাহা চট্টগ্রামের মৌঃ হারুনুর-রশীদ এবং কুমিল্লা নিবাসী মৌঃ নোমান ও মৌঃ গোলাম হাক্কানী প্রত্যেকই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সমূহে উল্লেখ করিয়াছে। এই হাদিছে কাহারও মতভেদ পাওয়া যায় নাই; অর্থের মধ্যে কেহ কেহ ভুল করিয়াছে। মৌঃ নোমান লিখিয়াছে—"জুমুয়ার দিন রাসুলুল্লাহ (দঃ) যখন মিম্বারে বসিতেন তখন মুয়াজ্জিন তাহার সামনে মসজিদের দরজায় আযান দিতেন এবং আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর যমানায় ও এই নিয়মেই আযান দেওয়া হইত। কিন্তু এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে, হুজুরের যমানায় আযান মসজিদের ভিতরে দরজার নিকটে দেওয়া

হইত, মসজিদের ভিতরে বাহিরে নয়।" এক্ষণে, আমি (মাওলানা রেজভী বলিতেছি যে, কিন্তু শব্দ হইতে উপরে বর্ণিত হাদিছের অর্থ ঠিকই হইয়াছে; তবে কিন্তু হইতে পরের কথাটা কার? হাদিসের মধ্যে কিন্তু শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজের মনগড়া কিছু কথা যোগ করা হারাম ও কুফুরী। আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পবিত্র হাদিসের সঙ্গে কোন আলেমের মনগড়া কথা। 'নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ্ !! নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জুতা মুবারক এবং হুজুরে পাকের পেশাব-পায়খানা মুবারকেরও কোন তুলনা নাই। নূরে খোদার পেশাব পায়খানা মুবারক ও আল্লাহর নূর, পাক পবিত্র ও সু-ঘ্রাণ যুক্ত তুলনাবিহীন। পক্ষান্তরে, আলেমের পেশাব-পায়খানা অপবিত্র ও নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত রোগ ব্যাধির কারণ। আলেমের শরীর একদিন পঁচিয়া-গলিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া মাটিতে মিশিয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীবের নূরানী দেহ মুবারকের একখানি পশম মুবারককে ও স্পর্শ করা মাটীর জন্য চিরতরে হারাম হইয়া গিয়াছে। বরং হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহি-ছ্ছাল্লাম হায়াতুন্নবী স্ব-শরীরে জিন্দা—সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলে হাজির ও নাজির, গায়েবের খবরদাতা এবং উম্মতের ভাল-মন্দ সমস্ত আমলের খবর রাখনে ওয়ালা নবী আলাইহি ছালাতু ওয়াত্ তাছলিম। অতএব, যাহারা নূরে খোদা আলাই-হিচ্ছালামকে 'আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলে কিংবা 'মাটির মানুষ' বলে অথবা 'রক্তে মাংসে গড়া দোষে-গুণে ভরা একজন মানুষ' বলে তাহারা জাহেরে মুসলমান বাতেনে কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট মুনাফিক দুই পায়ের জানোয়ার।

এদের চাইতে কাফের ভাল। এই হেতু যে, জাহেরী মুসলমানী দ্বারা ঈমানদার মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়া থাকে। অথচ কাফের মুসলমান হইতে দূরে অবস্থান করে।

যাহা হউক, আলোচনা ছিল জুমুআর আযান মসজিদের দরজার বাহিরে না ভিতরে। আযান শব্দের অর্থ আহ্বান বা ডাক। এই বিশ্ব জগতের সমস্ত স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ছোট-বড় সমস্ত মাদ্রাসা সমূহে এ আহ্বান প্রচলিত আছে। এক্ষণে এ আহ্বানের স্থানও নির্ধারিত আছে; এবং ইহার জন্য একজন দপ্তরী নামক কর্মচারীও নিয়োগ করা আছে। উক্ত দপ্তরী উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমে ছাত্রদের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য দুইবার ঘন্টা বাজায়; তারপর ক্লাস চালু হওয়ার পর হইতে দপ্তরী ঘন্টার পর ঘন্টা সংকেত করিতে ঘন্টা বাজাইয়া থাকে। এক্ষণে, আমার জিজ্ঞাস্য হইল দপ্তরী কি উক্ত ঘন্টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কামরায় ঢুকিয়া তাহার সামনে বাজাইয়া থাকে না অন্য কোন স্থানে? এ প্রশ্নের উত্তরে কোন উচ্চ শিক্ষিত লোক দূরের কথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রও বলিবে যে, দপ্তরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষের দরজার নিকটে বা বাহিরে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় ঘন্টা বাজায়। যদি বলা হয় যে, ঘন্টা কি আস্তে আস্তে বাজায় না জোরে-সুরে? তখন ছোট্ট ও বুদ্ধিমান বালক উত্তর দিবে—কেন, ঘন্টার আওয়াজ তো ছাত্রদের ডাকার জন্য অবগতির জন্য; কাজেই দপ্তরী সব সময় জোরে-সুরে ঘন্টা বাজাইয়া থাকে। কিন্তু দপ্তরী যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হেড মাষ্টার, সুপারিনটেন্ডেন্ট

কিংবা প্রিন্সিপ্যালের কামরার ভিতরে তাহার সম্মুখে ঘন্টা বাজায় তখন তাহার অপরাধ কি হইবে? অপরাধের পরিমাণ যাহাই হউক দপ্তরীকে কানে ধরিয়া বা গলা ধাক্কা দিয়া বহিঃষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন কি বেচারা দপ্তরীর চাকুরীও খতম হইবার উপক্রম হইবে। অনুরূপ ভাবে যে, মুয়াজ্জন আযানের স্থানকে উপেক্ষা করিয়া ইমামের মুখের সামনে দাঁড়াইয়া আযান দেয় ইহাত আযানই নহে। বরং ইহা একামত বলা যাইতে পারে। ইসলাম ধর্মে একামত মাত্র একটি, আযান দুইটি। যদিও একামত ও আযান বটে, কিন্তু 'কাদ্‌কামাতি ছ্বালাতু' বৃদ্ধির কারণে একামত নামে মশহুর। এই একামত ব্যতীত মসজিদের ভিতরে কোন আযান আছে বলিয়া কোরআন-হাদিছ দ্বারা কিয়ামত পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। পবিত্র ইসলাম ধর্ম কোরআন-হাদিছ দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, কোরআন-হাদিস দ্বারা কি সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাইবে না? এমন কিছু সমস্যা কি দুনিয়া বাকী আছে যাহা কোরআন-হাদিছ দ্বারা ইহার সমাধান হইবে না? কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—তবে কি রেজভী সাব। আপনি এজমা-কিয়াস এবং ৪ মজহাব মানেন না? উত্তরে বলিব—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি; এজমা-কিয়াস এবং মজহাব মানি যদি তাহা কোরআন-হাদিসের মর্ম অনুযায়ী হয়। আর যদি কোরআন-হাদিছের মর্ম অনুযায়ী না হইয়া বিপরীত হয় তবে এমন এজমা-কিয়াস মানার কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। এমন ধরণের কোরআন হাদিস বিরুধী এজমা-কিয়াসের দাবীদারদেরকে জুতা

মারিতেও দ্বিধাবোধ করি না ; মানা ত দূরের কথা। কোর-আন-হাদিছের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ নহে এমন ফেকার কিতাব আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দেওয়াই শ্রেয়। যে কিতাব নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালামের সুন্নতকে দাফুন করিতে সহায়ক হইবে এবং নবীয়ে পাকের মৃত সুন্নতকে জিন্দা করিবার পথে অন্তরায় হইবে নিঃসন্দেহে ঐ কিতাব ফেকার কোন কিতাবনহে ; লেখকও কোন ফকীহ নহে।

বেরাদরান-ই-ইসলাম! আরও কিছু যুক্তিপূর্ণ দলিল আলোচনা করিতেছি মনযোগ সহকার শুনুন। জানিয়া রাখুন! কোরআন-সুন্নাহ্ বিরুধী ফেকার দাবীদার অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী মোল্লা লিখিয়াছে—'জুমুয়ার আযান দরজার নিকটে ভিতরে'—ইহাও তাহার অজ্ঞতা পূর্ণ ও কোরআন সুন্নাহ্ বিরুধী উক্তি। প্রশ্ন হইল—ঘরের কপাট কোথায় লাগান হয়, দরজার নিকটে ভিতরে না দরজায় ভিটির উপরে? ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলে কাহাকেও ডাকিতে হইলে কোথায় দাঁড়াইয়া ডাকিবে? সাধারণ জ্ঞান যাহাদের আছে তাহারাও বলিবে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিবে। যদি প্রশ্ন করা হয় ঘরের কপাট কোথায়, ঘরের ভিতরে না বাহিরে? উত্তর নিশ্চয়ই হইবে বাহিরে। ভিতরেহইল ঘরের ভিটি। ঘরের ভিটী ঘরের মধ্যে সামিল। সুতরাং আযানের স্থান মসজিদের ভিটির সাথে দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চ আওয়াজে আযান দিতে হইবে। আলা হযরত ফাজেলে বেরিলুভী ইমাম রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু আযানের স্থান দরজা বরাবর মসজিদের বাহিরে লিখিয়াছেন। আলা

হযরত যথার্থই লিখিয়াছেন। যাহারা 'বাইনা ইয়াদাই'-এর দ্বারা মসজিদের ভিতরে বলেন ইহারা নিতান্তই বিভ্রান্তিতে ডুবিয়াছেন। যাহারা 'জরফে মকান' মুয়াইয়্যেন্ না গায়েব মুয়াইয়্যেন্ বুঝে না তাহারা আলেম? আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত শায়খ আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় এত বড় খ্যাতিমান আলেম ও ওলি পাক-ভারত বাংলা উপ-মহাদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; যিনি ১৪০০ (চৌদ্দ শত) কিতাব রচনা করিয়াছেন। যিনি কোরআনে কারীমের বেনজীর তাফছীর প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাব ফতুয়ায়ে রেজভীয়া প্রণয়ন করেন। উপরন্তু, তিনি ছিলেন সর্বজন মান্য যমানার মুজাদ্দিদ। তাঁহার পরে তাঁহার সমকক্ষ আলেম ত দূরের কথা তাঁহার দুই সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত হামেদ রেজা খান বেরিলূভী এবং মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মোস্তফা রেজা খান বেরিলূভী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সমকক্ষ আলেম জন্ম হয় নাই। এমন কি. তাহার খলিফা ও সাগরেদ মুফাচ্ছেরে আজম ছদরুল আফাজিল সাইয়্যেদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (যিনি বিখ্যাত তাফছীর খাজায়েনুল এরফান রচনা করিয়াছেন এবং যিনি শত শত আলেম ও মুফতীগণের উস্তাদ ছিলেন) এবং মুহাদ্দেসে আজম হযরত আল্লামা ছরদার আহমদ লায়ালপুরী এবং ছদরুল শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজদ আলী রামপুরী (যিনি বাহারে শরীয়ত গ্রন্থ প্রণেতা) আলাইহিমুর রাহমাত ওয়ার রেদওয়ান। তাঁহাদের সমকক্ষ দূর দৃষ্টি সম্পন্ন আলেম বর্ত্তমান বিশ্বে বিরল। আমার এই উক্তি প্রমাণের জন্য গাজ্জালীয়ে যমান হযরত আল্লামা

সাইয়্যেদ আহমদ সাঈদ কাজেমী সাহেব প্রণীত "আল্ হাক্কুল্ মুবীন" কিতাব পাঠ করিয়া দেখুন।

বন্ধুগণ! হাতী যখন রাজপথে চলাচল করে খেরী কুকুর তখন তাহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না এবং ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইহাতে হাতীর কিছুই আসে যায় না ইদানিং ঢাকার এক ওয়াহাবী খারেজী অনুচর অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী মৌলুভী হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার এল্‌মে গায়েবকে অস্বীকার করিতে গিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলা হযরত ফাজেলে বেরিলুভীর শানে কটু উক্তি করিয়াছে; হুজুরে পাকের এল্‌মে গায়েবের অকাট্য দলিল সমূহ ইনকার করিয়া যেসব দলিল পেশ করিয়াছে সেসব দলিল সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। বরং নজদী-ওয়াহাবী-খারেজী অনুচর হিসাবে নিজের কুফুরী মতবাদ প্রকাশ করিয়াছে। কথায় বলে, কর্মকার যদি ঘড়ি মেরামতের কাজে হাত দেয় তবে ঘড়ির দফা-রফা হইয়া যায়। এক্ষণে, এই প্রসঙ্গে আমার মতামত এই যে, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম অবশ্যই এল্‌মে গায়েব জানেন, বরং তিনি গায়েবেরই সংবাদদাতা। তাহার উম্মতের ওলিগণ গায়েব জানেন; এমন কি, প্রত্যেক ঈমান-দার মুসলমান গায়েব জানেন। প্রকৃত পক্ষে, গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই মুমিনের ঈমান নির্ভর করে। অর্থাৎ, গায়েব না জানা পর্য্যন্ত কেহ ঈমানদার হইতে পারে না—বেঈমান থাকিবে। আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, বেহেশ্‌ত-দোজখ, হাসর-নশর এবং কবরের আজাব প্রভৃতি গায়েবের বিষয়-বস্তু না দেখিয়া জানিয়া-বুঝিয়া যাহারা

বিশ্বাস করিবে তাহারাই ঈমানদার। ওয়াহাবী-খারেজী মোল্লার দল যদি 'মদে ময়দান' হইয়া থাক তবে 'বাহাসে' মোকাবেলা করিয়া সাধ মিটাইতে পার। তোমাদের গুরু-ঠাকুরদের ন্যায় বহু হাতী-ঘোড়া তল হইয়া গিয়াছে, তোমর ভেড়ার দল আর কত জল পরিমাপ করিবে?

পুনরায় আযানের প্রসঙ্গ ঃ—

(৭) সুন্নাত ৩ (তিন) প্রকার ঃ—(১) সুন্নাতে মুআল্লা, (২) সুন্নাতে কাবী এবং (৩) সুন্নাতে ছুকুতী। জুমুআর নামাজের আযান সুন্নাতে মুআল্লা অতিশয় সম্মানিত সুন্নাত।

(৮) হাদিছ শরীফঃ—'আলাইকুম বিসুন্নাতী ওয়া সুন্নাতে খোলাফায়ির রাশেদীন্।" অর্থাৎ, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—হে আমার উম্মত! তোমাদের উপর আমার সুন্নত পালন করা ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়) এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করাও (ওয়াজিব)। কাজেই, এ হাদিছ শরীফ দ্বারাও স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে, জুমুআর আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া ওয়াজিব। ইমানদার মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয়। কেননা এই সুন্নাতটি একই সঙ্গে নবীজিরও সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনেরও সুন্নাত। পক্ষান্তরে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া 'মাকরুহে তাহ্‌রিমা—গোনাহে কবীরাহ বা বড় গোনাহ। জানা সত্বে, জিদের বশবর্তী হইয়া বাপ-দাদার নীতির দোহাই দিয়া মসজিদের ভিতরে আযান দিলে কাফের হইবে। ওয়াক্তিয়া আযান হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রবর্তিত তাহা মিনারায় অথবা মসজিদের বাহিরে। মসজিদের

ভিতরে আযান নিঃসন্দেহে মাকরুহে তাহ্‌রিমা কবীরা গোনাহ্‌। অতঃপর, আরও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য ঃ—মাইকে আযান দেওয়া, নামাজে মাইক ব্যবহার করা এবং মাইকে খতমে শবীনা পড়া, মিলাদ পড়া, জিকির করা হারাম বরং শের্কে আকবর। প্রমাণ কোরআন ও হাদিস।

(৯) কোরআন ঃ—'ওয়া'বুদুল্লাহা ওয়ালা তুশ্‌রিকুবিহি শাইআন্‌'—অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী কর এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে অন্য কিছুর শরীক করিও না।

(১০) হাদিছ ঃ—জান্নু মাছাজিদাকুম··· ···শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ, হে আমার উম্মত! মসজিদ সমূহকে বাঁচাও মৃত্যু হইতে।

(১১) ছোট ও নাবালেগ ছেলে-মেয়ে হইতে।

(১২) অজ্ঞান ও পাগল হইতে।

(১৩) বড় আওয়াজ হইতে।

(১৪) মসজিদে ছিঁক (হাঁচি) দেওয়া মাকরুহে তাহরিমা—কবীরা গোনাহ। মসজিদে উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হারাম। মসজিদে থাকা, খাওয়া, শোওয়া ও নিদ্রা যাওয়া হারাম। অধিক লোক একত্রে বসিয়া উচ্চ আওয়াজে মসজিদে কোরআন পাঠ করা হারাম। পবিত্র ইসলাম দ্বীনে মোল্লা নহে, দ্বীনে মোহাম্মাদী। অনুরূপভাবে, শরীয়ত শরীয়তে মোহাম্মাদী মোল্লাদের শরীয়ত নহে। দ্বীন ও শরীয়তে মোহাম্মাদীর ভালবাসাও অনুসরণ করাই মুমিনের ধর্ম ও কর্ম। ইহাকে যাহারা দুনিয়ার চাইতে বেশী ভালবাসে ও অনুসরণ করে তাহারাই ধার্মিক ঈমানদার মুসলমান। তারপর, মুসলমানী, বন্দেগী, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত

ইত্যাদি। ওয়াহাবী-খারেজীদের কাল ধর্ম যাহা যুগে যুগে পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে তাহাই পবিত্র ইসলামের নামে চালু করিতে তাদের এদেশী অনুচরেরা আদা জল খাইয়া লাগিয়াছে। সুন্নী মুসলমানগণ! সতর্ক হউন।

(১৫) কোরআন মজিদের তাফছীর তাফছীরে জালালাইন শরীফ বিশ্বের সমস্ত মাদ্রাসায় তথা আলীয়া-খারেজী নির্বিশেষে পাঠ্য। এই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে—'ইজা জালাছা আলাল্ মিম্বারে আযানা আলা বাবিল্ মাছজিদে'—হাশিয়া—নরম। অর্থাৎ, 'ইমাম যখন বসিবেন মিম্বারের উপর, তখন আযান দিবে মসজিদের দরজায়।' যাহার ইচ্ছা হয় তাফছীরে জালালাইন শরীফ— ছুরায়ে জুমুয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন এবং সন্দেহ মুক্ত হইতে পারেন। শুনেছি, কাল ধার্মিক নোমান (ওয়াহাবী অনুচর) নাকি বলিয়া বেড়ায় উহা শাফী মজহাবের তাফছীর। অথচ হাশিয়ায় শাফী মজহাব বা হাশিয়া বলে যখন এনকার করিবে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১৬) তাফছীরে মাওয়াহিবুর রহমান ৫ম খণ্ড নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার যমানায়, হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উছমান এবং হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যমানায় জুমুআর নামাজের আযান মসজিদের দরজায় হইত। এই সুন্নাত ওয়াজিব দরজার সুন্নাত।

(১৭) তাফছিরে রুহুল বয়ান শরীফে লিখিত আছে— আযান মসজিদের দরজায়।

(১৮) ফেকার কিতাব হেদায়া বাবুল আযান। সমস্ত

মাদ্রাসায় হেদায়া কিতাব পাঠ্য। উক্ত কিতাবে আছে—'কালা মিনাছ্ ছুন্নাতে আল-আযানুফিল্ মিনারাতে ওয়াল ইকামাতু ফিল্ মাছজিদে।' অর্থাৎ, আযান সুন্নাত মিনারায় এবং একামত মসজিদের ভিতরে। ইহাতে যদি কেহ বলে যে, এই স্থানে ওয়াক্তিয়া আযানের কথা বলা হইয়াছে, জুমুআর নামাজের আযানের কথা বলা হয় নাই; তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একজন দাজ্জাল বা ধোকাবাজ ৭২ (বাহাত্তর) জাহান্নামীর দলের লোক। হেদায়া কিতাবের বিবৃতিতে আযান মওলক। যাহাতে উভয় আযানকেই বুঝায় একামত ব্যতীত।

(১৯) ফতুয়ায়ে কাজীখান তাবায়ে মিশর ১ম খণ্ড ৭৮ পৃঃ 'লাইউয়াজ্জানু ফিল মাছজিদে'। অর্থাৎ মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাইবে না।

(২০) ফতুয়ায়ে খোলাছা কলমী ৬২ পৃষ্ঠা—মসজিদের ভিতরে আযান দিবে না।

(২১) খাজানাতুল মুফতী—কলমী ফছলুল্ ফিল্ আযান মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাবে না।

(২২) ফতুয়ায়ে আলমগীরি মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ৫৫পৃঃ মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ।

(২৩) বাহরুর্ রায়েক মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠা মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ।

(২৪) শরহে নাফায়া আল্লামা বারজান্দী ৮৪ পৃষ্ঠা আছে—ইমাম ছাদরুশ্ শরীয়তের কথার মধ্যে তাম্বি রহিয়াছে যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাইবে না।

(২৫) গুনিয়া শরহে মুনিয়া কিতাবের ৭৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—আযান মিনারায় অথবা মসজিদের বাহিরে এবং তাকবির

মসজিদের ভিতরে।

(২৬) ফাত্হুল কাদির মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠায় আছে—উলামাগণ বলিয়াছেন যে মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ।

(২৭) উক্ত কিতাব বাবুল আযান ৪১৪ পৃষ্ঠায় আছে—জুমুআর খুতবা আযানের মত আল্লাহর জিকির মসজিদের মধ্যে, অর্থাৎ মসজিদের হদের মধ্যে এইজন্য, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ্ অর্থাৎ মাকরুহে তাহরিমা বা হারামের নিকটবর্তী কবীরা গোনাহ্।

(২৮) তাহ্তাবী আলা মারাকিউল ফালা মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠায়—অর্থাৎ নজম ইমাম জিন্দবস্তি আবার কাহতাইর মধ্যে রহিয়াছে যে, মসজিদে আযান মাকরুহ। বর্ত্তমান যুগের আবদুল হাই লাখ্নুভী ওম্দাতুর্ রেয়ায়া হাশিয়া শরহে বেকায়া ১ম খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, 'বাইনা ইয়াদাই অর্থ শুধু এই যে, ইমামের সামনে চাহে মসজিদের ভিতরে অথবা বাহিরে এবং ইহাই সুন্নাত যে, মসজিদের বাহিরে হওয়া।' যখন এই ব্যাখ্যা করিয়াছে যে, বাহিরে হওয়া সুন্নাত তবে মসজিদের ভিতরে হওয়া সুন্নাতের খেলাফ বা বিপরীত প্রমাণিত হইল। কোরআন হাদিছ ও ফেকার বিপরীত যে রেওয়াজ ও রছম চালু হইয়াছে ইমানদার মুসলমানের ইহা করা কখনও উচিত নহে।

(২৯) আযান ও একামতের পূর্বে নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর ছালাত ও ছালাম পাঠ করা সুন্নাত। ছহীহ মুসলিম শরীফের উপ-টীকা প্রণেতা আল্লামা ইমাম নব্বী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে শারহুল ওয়াছিত নামক

কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নামাজের একামতের আগে নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর ছালাত ও ছালাম পাঠ করা সুন্নাত। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আযানের পূর্বে ছালাত ও ছালাম পাঠ করাতে আমি কোনই অসুবিধা মনে করি না। এতদ্ ব্যতীত, প্রখ্যাত শায়খ্ আল্লামা আল-কাবীর বিক্‌রী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলিয়াছেন—ছালাত ও ছালাম পাঠ করা আযান এবং একামতের আগে সুন্নাত (এযানাতুত্ তালেবীন ২৩৩ পৃঃ)।

৩০। আযানের আগে ও পরে ছালাত ও ছালাম প্রচলনের কথা আল্লামা সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের লিখিত হোছ্‌নুল মুহ্‌জেরা কিতাব হইতে।

বিশ্ব বিখ্যাত ইমাম ছাখাবীর আল-কাউলুল্ বদী কিতাবে এবং দূরে মোখতার কিতাবের লেখক আল্লামা হাছকাফী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের আল-খাযাইন-এ ও উল্লেখ আছে এবং ফতুয়ায়ে শামী ১ম খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠায় আযানের পূর্বে ছালাত ও ছালাম পাঠের প্রচলন সুন্নাত বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

(৩১) মসজিদে কাঠের নির্মিত মিম্বার সুন্নাত এবং পাক্কা করা বেদাআত। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে এখনও কাঠের মিম্বার রহিয়াছে।

(৩২) ইমামের জন্য পাগড়ী ও খোতবা পাঠ কালে ১টি লাঠি রাখা সুন্নাত। সাদা বা অন্য রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহার জায়েজ হইতে পারে সুন্নত নহে। কাল রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহার করা সুন্নাতে রাসুল আলাইহিস্ছালাম (তিরমিজি শরীফ)

(৩৩) কাল রঙ্গের মুজা ব্যবহার করা সুন্নাতে রাসুল

আলাইহিচ্ছালাম।

(৩৪) কাল রঙ্গের কিস্তি টুপী পরিধান করা সুন্নাত, স্বয়ং নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কাল রঙ্গের কিস্তি টুপী পরিধান করিতেন। ছিফাতুচ্ছাফ্ওয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে—কানাত্ কালান্ ছাওয়াতু রাছুলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা ত্বাবিলাতান্ ছাওদাআ।

(৩৫) মাটির পাত্রে খানা খাওয়া ও পানি পান করা উত্তম। কেননা, তাহাতে খরচ অল্প এবং তাকাব্বুরী নাই। হাদিছ শরীফে আসিয়াছে—যে বাড়ীতে মাটির বর্ত্তন (বাসন-পত্র) থাকে সে বাড়ীতে ফেরেশতা জিয়ারতের জন্য আসে।

(৩৬) গর্দান পর্য্যন্ত লম্বা চুল রাখা সুন্নাত। গর্দানের নীচে পুরুষের জন্য চুল রাখা হারাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদেরকে লা'নত করিয়াছেন যাহারা মেয়ে লোকের ন্যায় লম্বা চুল রাখে।

(৩৭) মৃত ব্যক্তির কবরে তালকিন করা সুন্নাত-সুন্নাতে কাবী অতি শক্তিশালী সুন্নাত। কারণ, রাসুলে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তিকে সারা দুনিয়ার মাল-দৌলত কবরে দিলেও এত উপকার ও খুশী হইবে না; তালকিন দ্বারা যত উপকার ও সন্তুষ্ট হইবে। তালকিন্ দোয়া ও আযানের দ্বারা হইয়া থাকে।

(৩৮) বিবাহ-সাদীতে ইসলামিক গান করা সুন্নাতে কবী—অতি শক্তিশালী সুন্নাত। গান-বাদ্য ব্যতিরেকে বিবাহ-সাদী হারাম। কারণ, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন—(তিরমিজী শরীফ)

(৩৯) বিবাহের ঘোষণা করিতে হইবে, বিবাহ মসজিদে সমাধা করিতে হইবে এবং অনেকগুলি ঢোল বাজাইতে হইবে। কারণ নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন। নবীজির আদেশ স্বয়ং আল্লাহরই আদেশ।

(৪০) কোরআন মজিদ ৯ম পারা ছুরায়ে আনফাল ৩ রুকু ২৭নং আয়াতের অর্থ ঃ—আল্লাহ্ পাক বলেন—হে আমার বান্দা! যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আমানতকে খিয়ানত করিও না। আর নিজেদের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া কাহারও আমানতকে খিয়ানত করিও না। আয়াতে কারিমায় আল্লাহর আমানত দ্বারা বুঝায় ফরজ আহকাম সমূহ এবং রাসুলের আমানত দ্বারা বুঝায় রাসুলে পাকের সুন্নাত আহকাম সমূহ। যেমনি ভাবে, আল্লাহ্ তা'য়ালার ফরজ সমূহ আদায় করিতে হইবে তেমনি ভাবে রাসুলে পাকের সুন্নাত সমূহ ও আদায় করিতে হইবে। যেহেতু, আল্লাহ্ র আদেশ শুধু ফরজ সমূহ আদায় করিলেই চলিবে না। আল্লাহ পাক কবুল করিবেন না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাসুলে খোদার সুন্নাত সমূহ আদায় না হইবে। হে আলেমগণ! সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জুমুয়ার নামাজের আযান মসজিদের দরজায় রাসুলে খোদা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় দরজায় ছিল আবার কোন মুখে বলেন যে, এখন এজমা হইয়া গিয়াছে এবং এজমার উপর আমল করা ওয়াজিব। যে এজমায় কোরআনের আদেশ তথা আল্লাহ পাকের আদেশ লংঘন হইয়া যায় এবং রাসুলে খোদার আদেশ বা সুন্নত দাফুন হইয়া যায় ঐ এজমাকে

জ্বালাইয়া দেওয়া ফরজ। হুশিয়ার হও, বিচারের দিন সামনে। আল্লাহ্ পাক বিন্দু-বিসর্গেরও হিসাব নিবেন।

(৪১) ছুরায়ে আল-এমরান ৩য় পারা ৪রুকু, ৩১নং আয়াতের অর্থ ঃ— আল্লাহ্ পাক বলেন—হে আমার প্রিয় নবী! আপনি বলুন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা যদি আল্লাহ্ কে ভালবাসিয়া থাক তবে আমার পাইরুবী কর অর্থাৎ আমাকে মানিয়া চল। তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আল্লাহ পাক পরম ক্ষমা-শীল বড়ই দয়াবান। হে আমার প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃ-বৃন্দ! গভীর চিন্তা ও মনোযোগ সহকারে বুঝিয়া দেখুন! আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালবাসিতে হইলে নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালামকে মানিতেই হইবে। তাঁহাকে মানার নামই তাঁহার সুন্নাত সমূহের উপর আমল করা। পক্ষান্তরে, তাঁহাকে না মানার নামই মুনাফেকী— বেঈমানী। কি হেতু, হিংসার বশবর্তী হইয়া ব'প-দাদার দোহাই দিয়া ৭২ জাহান্নামী দলের বেঈমান আলেমের ধোকায় পড়িয়া পরকাল ধ্বংস করিতেছ। আল্লাহ! হেদায়াত নসীব করুন।

(৪২) ছুরায়ায়ে আল-এমরান ৩২নং আয়াতের অর্থ ঃ— হে প্রিয় নবী! আপনি ঘোষণা করুন, হে আল্লাহর বান্দা-গণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হও, যদি তোমরা অবাধ্য হও তা'হলে জানিয়া রাখ, আল্লাহ পাক কাফেরদিগকে পছন্দ করেন না।

হে আমার প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! সু-বিচারের সহিত লক্ষ্য করুন! ওহাবী-খারেজীদের অনুচর নোমান, হাক্কানী ও হারুন নামের ৩ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে প্রত্যেকে

বই লিখিয়াছে এবং প্রত্যেকে স্বীকার করিয়াছে যে, রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার যুগে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জুমুয়ার আযান মসজিদের দরজায় হইত। আমি রেজভী জিজ্ঞাসা করি—এই আযানের সুন্নাতটি নবীজির হাদিছ অনুযায়ী সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন হইল কিনা? আর এ সুন্নাতের উপর আমল করা বিনা সন্দেহে ওয়াজিব। একমাত্র ইবলিশ মালাউন কিংবা তার চেলা-পেলা ব্যতীত এই সুন্নাতকে অস্বীকার করিবার মত আলেম আল্লাহর জগতে নাই। আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেন—সুন্নাতের অবাধ্য যাহারা কাফের। আল্লাহ পাক যদি তকদীরে হেদায়াত রাখিয়া থাকেন তবে হেদায়াত নসীব হইবে; নচেৎ কারও শক্তি নাই যে, হেদায়াত করিতে পারে।

(৪৩) ছুরায়ে হাসর ২৮ পারা ১ম রুকু, ৭নং আয়াত ওয়ামা আতাকুমুর রাছুলু ফাখুজুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহু—অর্থাৎ, আল্লাহ পাক বলেন এবং আমার রাসুল তোমাদিগকে যাহা কিছু অনুমোদন করেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(৪৪) ছুরায়ে আহ্‌যাব ২১ পারা ৩ রুকু ২১নং আয়াত লাকাদ কানালাকুম ফি রাছুলিল্লাহে উছওয়াতুন্‌ হাছানাহ্‌ শেষ পর্য্যন্ত।

অর্থাৎ; আল্লাহ পাক বলেন—তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলই পরম আদর্শ, অবশ্য তারই জন্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা পোষণ করে. আখেরাতের সাফল্য লাভের

আশা পোষণ করে ; অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে।'

অতএব, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আহাইহে ওয়া ছাল্লাম মুসলমানের জন্য উত্তম আদর্শ ; যাহারা এই আদর্শে আদর্শবান হইবে তাহারাই ঈমানদার মুসলমান—বেহেশতী। এ আদর্শ পরিবর্তন করার অধিকার কাহারও নাই। একমাত্র শয়তান ও তার চেলাদের পক্ষেই সম্ভব।

(৪৫) ছুরায়ে নেছা ৪র্থ পারা ৮ রুকু ৫৯নং আয়াতের অর্থ :—"আল্লাহ পাক বলেন—হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান. এবং রাসুলের আদেশ মান ; আর তোমাদের মধ্যে যাহারা বিচারক তাহাদের আদেশ মান এবং যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও তা'হলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসুলের দরবারে রুজু কর ; যদিতোমরা প্রকৃতই আল্লাহর উপরে এবং কিয়ামতের উপরে ঈমান আনিয়া থাক। এ কাজ খুবই উত্তম ; ইহার পরিণাম খুবই সন্তোষজনক।"

হে প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ ও সুন্নী আলেমগণ। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও এবং ঝগড়া-ফাছাদের সৃষ্টি হয়, তবে কোরআন ও হাদিছের দিকে ফিরিয়া আস যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হইয়া থাক। আজ তোমরা ফেৎনা-ফাছাদের যমানায় কোরআন-হাদিছের অনুসরণ বাদ দিয়া কাহার অনুসরণ করিতে চলিয়াছ? কোরআন-হাদিছে সু-স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত যে, জুমআর নামাজের আযান মসজিদের দরজায় উচ্চ আওয়াজে দিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, কোরআন-হাদিছের পরিপন্থী

৭২ জাহান্নামী দলের বেঈমান আলেমদিগের ধোকাবাজী পূর্ণ দলিল আনিয়া চলার পরিমাণ ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে আল্লাহ! সুন্নী মুসলমান-দিগের ঈমানের হেফাজত করুন! এবং কোরআন-হাদিছের মর্মে নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুন্নতের উপর আমল করিবার তৌফিক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

(৪৬) মাদারেজুন্নবুওয়ত শরীফ ১ম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—যে কেহ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লামার যে কোন একটি কাজ-কর্ম বিষয়বস্তু অপছন্দ করিবে কাফের হইয়া যাইবে। হে আল্লাহ! আমাদিগকে কুফরী হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

(৪৭) ফেক্‌হে আকবর নামক কিতাবে আছে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই লিখিয়াছেন যে, বাদশাহ হারুনুর্ রশীদের দস্তরখানায় কদুর তরকারী দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন যে, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কদুর তরকারী খুবই ভালবাসিতেন। তখন আরেক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন আমি কিন্তু পছন্দ করি না। ইমাম আবু ইউছুফ তৎক্ষণাৎ তরবারী হাতে নিয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন তুমি কাফের হইয়া গিয়াছ, তোমার গর্দান দুই টুকরা করিয়া দিব, আল্লাহর নবী যাহা পছন্দ করিতেন তাহা অপছন্দ করিবার তুমি কে? ঐ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতঃ মুক্তি পাইল।

৪৮) ছুরায়ে নেছা ২ রুকু ১৪নং আয়াতের মর্ম "যে কেহ আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যাচরণ করিবে তাঁহার

নির্ধারিত সীমা লংঘন করিবে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে সে চিরকাল সেখানেই থাকিবে। তারজন্য রহিয়াছে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এক্ষণে, আমি রেজভী জিজ্ঞাসা করি ঐ তিন ব্যাক্তিকে যাহারা নিজ পুস্তিকায় লিখিয়াছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার যুগে এবং আবুবকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে জুমআর আযান মসজিদের দরজায় হইত। তা'হলে, এই নির্ধারিত সীমা লংঘন করার সাধ্য কার আছে? উক্ত তিন ব্যক্তি নামদারী আলেম হযরত উসমান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে অপবাদ দিয়া এবং তাহাকে সুন্নাত অমান্যকারী ও মিথ্যাবাদী বানাইয়া ঈমান হারা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে উক্ত সীমা লংঘন কখনো সম্ভবপর নহে। যদিও হযরত উসমান জুমআর দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ইজতেহাদ করতঃ ১খানা আযান (ওয়াক্তিয়া) আযান প্রবর্তন করিয়াছিলেন তথাপি, তিনি রাসুলে খোদার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের পরিপন্থী আমল করিতে পারেন না। হে সুন্নী মুসলমান! উক্ত ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত তিন ব্যক্তির সুন্নত ধ্বংসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি পুস্তক আগুনে জ্বালাইয়া দিন। ঐগুলিকে পড়িলে ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে।

(৮৯) উক্ত ছুরাহ ৪২নং আয়াতের মর্ম যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং রাসুলের অবাধ্য হইয়াছে তাহার সেদিন আক্ষেপ করিবে—হায়! আমরা যদি মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারিতাম। আল্লাহর সামনে তারা একটি কথাও গোপন

করিতে পারিবে না।

(৫০) ছুরায়ে নেছা ১১রুকু ৮০নং আয়াতের অর্থ ঃ— যে কেহ রাসুলের আনুগত্য করিল সেত আল্লাহরই পাইরুবী করিল। আর যে অবাধ্য হয় তাদের রক্ষক হিসাবে ত আপনাকে পাঠাই নাই।

(৫১) ছুরায়ে আল-এমরান ৪পারা ৯০ আয়াতের অর্থ ঃ— যাহারা ঈমান আনিবার পর অবাধ্য হইয়াছে, কুফুরীর প্রতি অগ্রসর হইয়াছে তাদের তওবা কখনো কবুল হইবে না। এরাই-ত সু-স্পষ্ট রূপে পথ ভ্রষ্ট।

(৫২) উক্ত ছুরাহ ৯১নং আয়াতের অর্থ ঃ—আর যাহারা অবাধ্য হইয়াছে এবং কাফের হিসাবে মারা গিয়াছে তারা যদি বিনিময়ে সারা দুনিয়ার সমান ওজনের সোনা দিতে চায়, তাদের নিকট হইতে তাহা মোটেই গ্রহণ করা হইবে না। এরাই হইল সেই দল যাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি। তাদের জন্য সাহায্যকারী কেহই থাকিবে না।

(৫৩) সর্বপ্রকার কাফেরের তওবা কবুল হইবে কিন্তু নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে যারা বেয়াদবী করিবে তওবা কবুল হইবে না বরং তাদেরকে কাতল করা ওয়াজিব।

(৫৪) আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ ও রাসুলের ন্যায় হক আর কাহারও নাই। জুমুয়ার নামাজের আযান আল্লাহ্‌র এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন-হাদিস আল্লাহ-রাসুলের বিধি, বিধানের বিরুদ্ধ রীতি বা রেওয়াজ হারাম, হারাম, হারাম এবং ইহাতে ঈমান বরবাদ।

(৫৫) নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ব্যতীত

আল্লাহকে যে পাইতে চায় তার সারা জিন্দেগীর বন্দেগী বরবাদ বরং গোটা জিন্দেগীই বিফল।

(৫৬) হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার মাধ্যমে আল্লাহকে ও কিয়ামতকে মানা ঈমান।

(৫৭) হুজুর নূরে খোদা আলাইহিচ্ছালাম শরীয়তের মালিক ও মুখতার (আশরাফুত্ তাফাছির— ১১শ খণ্ড।

(৫৮) সমস্ত সৃষ্ট এমন কি আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য্যের উপরও নবীজীর গোলামী ওয়াজিব। কেননা হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাম সমস্ত সৃষ্টি কুলেরই নবী।

(৫৯) আল্লাহর এবাদতের নাম ইসলাম এবং নবীজীর ভালবাসা ও অনুসরণ-অনুকরণের নাম ঈমান। কত শত-সহস্র সুন্নাতকে দাফুন করে রেখেছে তার কোন হিসাব আছে কি? শুধু নামাজ, রোজা, টুপী-দাঁড়ি ও লম্বা জুব্বাতেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নহে।

(৬০) যে ব্যক্তি ফানাফির্ রাসুল অর্থাৎ রাসুলে পাকের ভালবাসা ও অনুসরণ-অনুকরণ বা গোলামীর জন্য পাগল; সেই ব্যক্তি যদি গোনাহ্ও করে তবে আল্লাহ পাক ঐ গোনাহকে নেকির সহিত বদল করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি রাসুলে পাকের প্রেম-ভালবাসা হইতে দূরে; সে যতই নেকের কাজ করুক না কেন গোনাহতে পরিণত হয়। কোরআন খুলিয়া দেখ আছে কি না—আমি জিন্দা থাকিতে উত্তর দিও যদি সৎ সাহস থাকে।

(৬১) হাদিস—হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি সুন্নাত জিন্দা করিবে ঐ যুগে যে যুগে মানুষ সুন্নাত ছাড়িয়া দেয়, সুন্নাত মৃত

হইয়া যায় সেই ব্যক্তি ১০০ (এক শত) শহীদের ছওয়াব পাইবে। শহীদ ত একবার আঘাতে হইয়াছে আর সুন্নাত জিন্দাকারী ব্যক্তি জীবন আঘাত পাইতে থাকিবে—বারংবার মানুষের কথার আঘাত ও নানান বিদ্রোপোক্তি সহ্য করিবে। এ আঘাত অত্যন্ত কঠোর আঘাত। সেই হেতু, ১০০ শত শহীদের ছওয়াব নিয়া হাসরের মাঠে উঠিবে।

(৬২) হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদিস—হজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জিন্দা করিয়াছে নিশ্চয়ই সে আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে অবস্থান করিবে। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

(৬৩) হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদিস—হজুর নূরে খোদা আলাইহিচ্ছাতু ওয়াচ্ছালাম এরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জিন্দা করিবে যাহা মানুষে আমার পরে ছাড়িয়া দিয়াছে; যত লোক এই সুন্নাতের আমল করিবে সকলের সমান ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পাইবে। আর তাহাদের ছওয়াবের মধ্যে কমতি হইবে না।

(৬৪) হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হাদিছ—হজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফাছাদের সময় আমার সুন্নাতকে আঁকড়াইয়া ধরিবে (অর্থাৎ আমল করিবে) সে ব্যক্তি ১০০ শত শহীদের ছওয়াব পাইবে। প্রকাশ থাকে যে, জিন্দা ঐ সুন্নাতকে করা হইবে যাহা এক সময় মৃত হইয়া গিয়াছে। আর সুন্নাত তখনই মৃত হয় যখন

ইহার বিরুদ্ধ রীতি বা রেওয়াজ চালু হইয়া যায়। যেমন—জুমুয়ার নামাজের আযান সুন্নাত বিরুধী লোকদের বাপ-দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠির রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে যাহা মসজিদের ভিতরে মিম্বারের সামনে দেওয়া হয়। নাউজুবিল্লাহ্ মিন্ হা।

বেরাদরান-ই-ইসলাম! হজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার মৃত সুন্নাতগুলির মধ্য হইতে নিম্নে কতিপয় সুন্নাত উল্লেখ করিলাম ঃ—

বিবাহ-সাদী মসজিদে সমাধা করা, বিবাহের খুতবাহ্ দাঁড়াইয়া পাঠ করা এবং বিবাহের ঘোষণার নিমিত্ত অনেক-গুলি দফ বা ঢোল বাজান। ইহা সুন্নাতে কবী বা শক্তিশালী সুন্নাত। স্বয়ং নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন। কোরআনে আছে—'যে কেহ নবীর আদেশ পালন করিল সে যেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ র আদেশ পালন করিল।' নবীজির আদেশই আল্লাহর আদেশ, কোরআনে আরও এরশাদ হইয়াছে—নবীজি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আল্লাহ ইশারা করেন। সুতরাং জবান মোবারক নবীজির কিন্তু কথা আল্লাহ পাকের।

বাংলাদেশ রেওয়াজ হইয়াছে যে, বাপ-দাদা করে নাই না বাজায় নাই; তাই বিবাহ-সাদীদে ঢোল বাজান বা ইসলামিক গান করা ও মসজিদে বিবাহ পড়ানোর সুন্নাত ঘৃণা করে ও ছাড়িয়া দেয়। এই ধরণের লোকেরা নামে মাত্র মুসলমান—ঈমান তাদের বরবাদ। বরং নবীজির সুন্নতকে ঘৃণা করার ফলে কাফের ও বেঈমান হইয়া জিন্দেগীর বন্দেগী বরবাদ করিয়া দিল। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান হিন্দুস্থান তথা সারা বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে বিবাহ-সাদী হয় না ইসলামী

গান-বাদ্য ব্যতিরেকে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক গোঁড়া ও নামের মুসলমানদের নিকট হারাম হইয়া গিয়াছে। অথচ খোদার হাবীব নূরে মুজাচ্ছাম আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন—'বিবাহ হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হইল গান-বাদ্য।' যে বিবাহে গান-বাদ্য হয় ইহা হালাল এবং যে বিবাহে গান-বাদ্য হয় নাই চুপে চুপে হয় তাহা হারাম। আমার এ পুস্তক লিখিবার পূর্বে বহু বহু বিজ্ঞাপনে হক বিষয়টি প্রচার করিয়াছি। ইহাতে মূর্খ-পণ্ডিতেরা উক্তি করিত যে, রেজভী পাগল, উহা পূর্বেকার যমানায় ছিল বর্ত্তমানে মনছুখ হইয়া গিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ! এ মূর্খরা নাছেখ-মনছুখ বলিতে কিছুই বুঝে না; কাজেই, আবুল-তাবল প্রলাপ করিয়া মুসলমানকে ধোকা দেয়।

বন্ধুগণ! খারেজী-ওয়াহাবী মরদুদদিগের সাধারণ নিয়ম হইল। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের শানের অবমাননা করা। ইহারই অপর নমুনা হইল নবীগণের নামের পর আলাইহিচ্ছালাম না লিখিয়া সংক্ষেপে (আঃ) লিখা, ছাহাবায়ে কেরামের নামের পর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে (রাঃ) লিখা এবং হুজুর সরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে দরূদ শরীফ না পড়ার বা না লিখার এক অপ-কৌশল রূপে (ছঃ) কিংবা (দঃ) লিখা। এই বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয় বদনসীবীর কারণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বন্ধুগণ! যদি উহাতে ১ সেকেণ্ড সময় ব্যয় হয় বা ১ ফোঁটা কালি খরচ হয় তবে তাহা এমন কি বোঝা হইয়া দাঁড়ায় যাহা মুসলমান বহন করিতে অক্ষম হয়? পক্ষান্তরে, তাহা হইতেছে বখিলী এবং সবচেয়ে বড়

বখিল ঐ ব্যক্তি যে, নবীজির শানে দরূদ পাঠ করে না হাদিস শরীফে বখিলকে আল্লাহর দুষমন বলা হইয়াছে। হাদিস গ্রন্থ সমূহ ও নবীজির সিরাত গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া দেখুন কোথাও বর্ত্তমান যুগের দুষমনদিগের রীতি বা সংক্ষেপ পাইবেন না। শুধু বোখারী শরীফের সমস্ত দরূদ শরীফ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম একত্র করিলে আরেক খানা স্বতন্ত্র কিতাব হইয়া যাইবে। তথাপি, ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহ আলাই বখিলদের রীতি অনুসরণ করেন নাই। অনুরূপ ভাবে, নবীগণের নামের পর আলাইহিচ্ছালাম না লিখে এবং ছাহাবীগণের নামের সঙ্গে রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আউলিয়ায়ে কেরামের নামের পর রাহমাতুল্লাহ আলাই না লেখা ও সংক্ষেপ করা বখিলী ও হারাম। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমাদিগকে মুনাফিক ওয়াহাবী-খারেজীদের ও তাদের সাংগ-পাংগদের ধোকা হইতে রক্ষা করুন।

(৬৫) বেরাদরান-ই-ইসলাম! নাম রাখার সুন্নাত রীতির বিরুদ্ধ-রেওয়াজ সম্পর্কে কিছু জানিয়া লউন। মোহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী আহমদ নাম রাখা হারাম। গাফুরুদ্দীন নাম রাখা নিষেধ, কাল্‌বে আলী, কালবে হাসান, গোলাম আলী ইত্যাদি নামের সহিত মোহাম্মদ—মোহাম্মদ কাল্‌ব আলী, অথবা মোহাম্মদ গোলাম আলী ও মোহাম্মদ গোলাম হাক্কানী নাম জায়েজ নহে।

বদরুদ্দিন, তাজ উদ্দিন নাম রাখা ভাল নহে। আলী জান, মোহাম্মদ জান, নাম রাখা জায়েজ নহে। শুধু মোহাম্মদ ও আহমদ নাম রাখা খুবই ভাল। হাদিছ শরীফে আছে যে বাড়ীতে মোহাম্মদ নামে কোন লোক থাকিবে ঐ বাড়ীতে

রহমত ও বরকত বেশী হইবে। গোলাম আলী, গোলাম হোসাইন, গোলাম গাউছ, গোলাম জিলানী এই জাতীয় নাম রাখা কখনো জায়েজ নহে। গোলামুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্‌র গোলাম—এই নাম রাখা কখনো জায়েজ নহে। গোলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ ছেলে, ছোকরা—গোলাম মোহাম্মদ, গোলাম আলী, গোলাম হাসান, গোলাম গাউছ নাম রাখা শের্ক। গোলাম শব্দের আগে মোহম্মদ যেমন—মোহাম্মদ গোলাম হাক্কানী পরিষ্কার নাজায়েজ। কাজেই, যাহার নামের মধ্যে ভুল তার হাতের পুস্তকের মধ্যে যে কি পরিমাণ ভুল থাকা স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর বাস্তবেও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি আবার পাঞ্জাবের কুখ্যাত (ইহুদী-অনুচর) মওদুদীর রাজনৈতিক শিষ্য। এ দেশের মুমিন মুসলমানদিগের হুশিয়ার উচিত যে, ইহুদীদের দাস মওদুদীর রাজনীতি হারাম। ইসলামের নামে এরা দলের নামকরণ করিয়াছে; অথচ এদের কার্য্যকলাপ সবই অনৈসলামিক। এদের গঠনতন্ত্র ইসলাম বিরুধী এবং আকায়েদ কুফুরীতে পরিপূর্ণ। কোরআন-সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক রাজনীতি জায়েজ আছে—কোন সন্দেহ নাই।

হে প্রিয় সুন্নী মুসল্লমান! জানিয়া রাখুন, মুসলমানের ঈমান অতি মহা মূল্যবান সম্পদ। এ মূল্যবান সম্পদকে লুণ্ঠন করিবার জন্য যুগে যুগে ঈমান চোরের দল বহু অপ-কৌশলের মাধ্যমে ধোকাজাল বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমানে এরা হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুন্নাতকে এনকার করিয়া বা সুন্নাত-বিরুধীতার দ্বার এদের উদ্দেশ্য সফল করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই,

কোন অবস্থাতেই সুন্নাতকে বর্জন করিবেন না ; বরং ফেৎনার যমানায় নবীজির সুন্নাতকে আঁকড়াই ধরাই মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য। আর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের ঈমানের হেফাজত করুন। এবং নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুন্নাত পালনের তৌফিক দান করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন। বিহুরমাতে ছাইয়্যিদিল মুরছালিন।

সমাপ্ত